ভূমিকা

আমাদের জীবন থেকে খুব দ্রুত বরফের মতো করেই সময়গুলো গলে যাচ্ছে। প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে আমরা বিন্দু বিন্দু করে এগিয়ে চলেছি মৃত্যুর দিকে। অথচ এই অনিবার্য মৃত্যুকেই আমরা ভুলে থাকি সবচেয়ে বেশী। অবহেলা করি মহান রবের সামনে হিসাব দেবার প্রস্তুতি নিতে।

গত ২৭ এপ্রিল ২০১৬ আমার প্রিয় বাবা চলে গেলেন মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে। আব্বার এই হঠাৎ চলে যাওয়া আমার দুনিয়ার মোহে ডুবে থাকা নাফসকে নতুন করে নাড়া দিলো। কি করে ভুলে থাকি আমরা এই অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকে?

হঠাৎ করেই খবর পেলাম আব্বা অসুস্থ। আই.সি.ইউ-তে। বেশ মুমূর্ষু অবস্থায় রয়েছেন। ২/৩টি দিন লেগে গেল সিদ্ধান্ত নিতে। বড় মেয়েটির আই.জি.সি. এস.সি পরীক্ষা। ছোট মেয়ে দু'টোরও ফাইনাল পরীক্ষা কয়েকদিনের মধ্যেই। সব কিছুকে পেছনে ফেলে আমি একাই বাংলাদেশে ছুটে গেলাম।

আমাদের প্রতিদিনের সুখময় জীবন যা নিয়ে রঙিন স্বপ্নে আমাদের সারাটা সময় কেটে যায়। এর পাশাপাশিও যে অন্য এক জগৎ রয়েছে তা যেন মহান প্রভু আমাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। আই.সি.ইউ'র রোগীদের মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফটানোর দৃশ্য কি যে অবর্ণনীয় কষ্ট! আর আই.সি.ইউ'র বাইরে রোগীদের স্বজনদের হৃদয় বিদারক কান্না, হাহাকার সব কিছুর মধ্য দিয়ে মাত্র ৭ দিনে যেন এক কঠিন বাস্তবতার কশাঘাতে আমি নতুন এক আমি হয়ে গেলাম। খুব কাছ থেকে আমাকে ছুঁয়ে গেল মৃত্যুর হিমশীতল অনুভব।

আব্বার আই.সি.ইউ-তে নানারকম মেশিনে জড়ানো কঠিন পরিস্থিতি দেখে প্রতিমুহূর্তে মনে হত মানুষ হিসেবে আমাদের ক্ষমতা কত ক্ষুদ্র। প্রিয়জনের কঠিন কষ্টকর মুহূর্তে পাশে দাঁড়িয়ে শুধুই অশ্রু ঝরাচ্ছি। অথচ একবিন্দু ক্ষমতা নেই তাকে এই অবস্থা থেকে সারিয়ে তোলার। আমার বিবেককে আমি সেখানে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেছি- একটি রোগীর আই.সি.ইউ'র ভাড়া যদি এক রাতে প্রায় ৪০ হাজারের মতো হয়। তবে এত জীবনে কোন মেডিকেল সাপোর্ট ছাড়া সুস্থ রাখলেন যে আল্লাহ আমাকে, তার পথে সারা জীবনে কতদিন আই.সি.ইউ'র সমপরিমাণের অর্থ দান আমি করেছি?

আব্বার মৃত্যুর ঠিক দু'দিন আগে আই.সি.ইউ-তে এক রোগী ভর্তি হলো। তার স্বজনদের চিৎকার আর আহাজারিতে মনে হত যেন আকাশ বাতাস ভারি হয়ে উঠতো। পরে জানলাম রোগী সদ্য বিবাহিত এক যুবক। বিয়ে হয়েছে মাত্র ১৪ দিন। ব্রেইন স্ট্রোক করে লাইফ সাপোর্টে আছেন। রোগীর আত্মীয় স্বজন আর্তনাদ করে আকুতি জানাচ্ছে বারংবার– ডাক্তার আপনি অন্তত ১০ পারসেন্ট আশা আছে– আমাদের এই ভরসা দিন। আমরা স্পেশাল প্লেনে করে রোগীকে দেশের বাইরে নিয়ে যাবো। ডাক্তাররা জানালেন ক্লিনিক্যালি আপনাদের রোগী ডেড। আমরা শুধু শুধু মিথ্যা আশ্বাস কেন দেব? যুবকটির আত্মীয় স্বজনদের সাথে কথা বলে জানলাম নতুন বউটি অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে মাত্র। স্বামীর অসুস্থতার কথা শুনে সেও অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আর একটি ক্লিনিকে তাকে রাখা হয়েছে। যুবকের মা হার্টের অসুস্থতার কারণে অন্য এক ক্লিনিকে আছেন বেশ কিছুদিন ধরে। আর শোকাহত বাবাও বাকরুদ্ধ। বাবা-মা ও স্ত্রী কাউকে এখনো শোনানো হয়নি যুবকটির মৃত্যুর প্রকৃত খবর। আহা! এই নতুন দম্পতি কি কখনো ভেবেছিল জীবনের শুরুতেই জীবন এত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাবে? কতইনা সুখ স্বপ্ন ছিলো তাদের নতুন জীবনকে ঘিরে।

আব্বার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে মনে হল, যতদিন আব্বা বেঁচে ছিলেন পিঠে ঘা হয়ে যেতে পারে বলে মেডিকেটেড বেড, এটা ওটা কত কিছু দরকার হত। আর আজকে আব্বাকে যখন সাড়ে তিন হাত মাটির ঘরে শুইয়ে দিলাম তখন কিন্তু কিছুই আব্বার সাথে কবরে গেল না। মাটির ঘর, মাটির বিছানা, সবই মাটি। তা হলে সারাটি জীবন যে আমরা পৃথিবীতে শুধু আমার আমার বলে এটা কিনি, ওটা সঞ্চয় করি, কিছুই তো সাথে নিয়ে যেতে পারবো না। তবে কেন মিথ্যে বালুর প্রাসাদ বানাই আমরা সাগর তীরে। মনে পড়লো, ৮ দিন আগে যখন বাংলাদেশে আসার সিদ্ধান্ত নিলাম মানসিকভাবে খুব বিধ্বস্ত এক অবস্থায়। আমার বড় মেয়েটি মায়ের ভূমিকা নিয়ে আমাকে তাড়াতাড়ি একটি হাত ব্যাগে প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র গুছিয়ে দিলো। আমি দেখলাম, ছোট্ট একটি ব্যাগের ৪ ভাগের ২ ভাগই খালি। মেয়ে আমাকে বার বার বললো– আম্মু, দেখ তোমার জরুরি কিছু বাদ পড়লো কি? আমি ব্যাগ খুলে চেক করে বললাম, না মা, সবই ঠিক আছে। আর কিছু লাগবে না। অবাক হয়ে দেখলাম, আমার প্রায় ১৭/১৮ বছরের সংসারে এত এত জিনিস। কিন্তু আজ আমার জরুরি মুহূর্তে নেবার মত কিছুই প্রয়োজন নেই। তখনই ঘুমন্ত বিবেক নড়ে চড়ে উঠলো। নিজকে প্রশ্ন করলাম– তবে জীবনের এতটি বছর সংসার, এত ব্যস্ততা, এত কাজ, এত জিনিস পত্র

সূচিপত্র

ব্যক্তিগত জীবনে হিসাব ॥ ৯

হিসাব গ্রহণ আল্লাহর নিজস্ব পদ্ধতি ॥ ১০

হিসাব গ্রহণের ব্যাপারে রাসূল (সা.) এর তাগিদ ॥ ১৯

সাহাবায়ে কেরাম ও পরবর্তী নেককার লোকদের দৃষ্টিতে হিসাব ॥ ২৫

যে সব আমলের হিসাব আমরা প্রতিদিন নিতে পারি ॥ ৩০

(১) আল কুরআন অধ্যয়ন ॥ ৩২

কুরআনের সাথে পথ চলা এক নারী ও তার স্বামীর বদলে যাবার ঘটনা ॥ ৩৭

(২) হাদীস অধ্যয়ন ॥ ৪৩

(৩) ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন ॥ ৪৫

(৪) নিয়মিত নামায পড়া ॥ ৪৫

(৫) দাওয়াতী কাজ ॥ ৪৭

(৬) সঙ্গী যোগাযোগ ॥ ৫০

(৭) তাফসীর, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য বিতরণ ॥ ৫৩

(৮) দ্বীনি আসরে যোগদান ॥ ৫৩

মহিলাদের দ্বীনি আসরে যোগদানের গুরুত্ব ॥ ৫৪

(ক) আল্লাহর জবাবদিহিতা থেকে বাঁচার জন্য ॥ ৫৪

(খ) পরিবারে দ্বীনি শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি ॥ ৫৪

(গ) আয়েশা সিদ্দিকার (রা.) কাছে দ্বীনি জ্ঞান শিক্ষা ॥ ৫৪

(ঘ) নেতা কর্তৃক মহিলাদের দ্বীনি জ্ঞান দান ॥ ৫৪

(ঙ) মহিলাদের দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের জন্য পৃথক দিন ধার্য ॥ ৫৫

(চ) ঈদের নামাযে মহিলাদের যোগদান ॥ ৫৫

(ছ) নারীদের জিহাদের ময়দানে যোগদান ॥ ৫৫

(জ) প্রয়োজনে মহিলাদের বাইরে বের হওয়া ॥ ৫৬
(৯) পারিবারিক বৈঠক ॥ ৫৭
(১০) সমাজ সেবা ॥ ৬০
(১১) আল্লাহর পথে সময় ব্যয় ॥ ৬২
(১২) আত্মপর্যালোচনা ॥ ৬৩
(১৩) আল্লাহর পথে দান ॥ ৬৪
(১৪) নফল ইবাদত ॥ ৬৫
রাসূল (সা.) কিংবা তাঁর সাহাবীরা কি এভাবে হিসাব রাখতেন? ॥ ৬৭
এটা কি বিদ'আত? ॥ ৬৮
এটা কি রিয়া বা লোক দেখানো কাজের অন্তর্ভুক্ত? ॥ ৭০

ব্যক্তিগত জীবনে হিসাব

পরিবারে যখন একটি নতুন শিশু জন্ম নেয় তখন আমরা তাঁর জন্ম তারিখ, সময় যত্নের সাথে মনে রাখি। স্বাভাবিকভাবে বয়সের কোন পর্যায়ে শিশুটি কখন হাঁটবে, কখন কথা বলবে, কখন স্কুলে যাবে সব কিছুর সময় মত হিসাব রাখি। সময়ের সাথে সাথে শিশুটি স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠছে কিনা তা মাঝে মাঝে ডাক্তার দেখিয়ে নিশ্চিত হই।

আবার এই শিশুটি যখন স্কুলে যায় তখন স্কুলের শিক্ষকরা সারা বছর পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা নেন। এই পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করে দেখেন সারা বছর তারা কি কি শিখেছে। তারা কি তাদের শিক্ষার মূল্যবান সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারছে কিনা? তাই পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের হিসাব সব সময় অভিভাবকদের জানিয়ে দেন। যাতে তারা সন্তানের রেজাল্ট দেখে বুঝতে পারেন তার কোন কোন বিষয়ে দুর্বলতা আছে কিংবা তাকে কোন কোন বিষয়ে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে। যাতে ভবিষ্যতে সে সর্বাধিক নম্বর পেয়ে সাফল্য লাভ করতে পারে।

একজন কৃষক সারা বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে জমি তৈরি করে। জমিতে বীজ লাগায়। চারা গাছের যত্ন নেয়। এক সময় যখন ফসল পাকে তখন সে ফসল তোলার সময় মেপে দেখে কত মণ ফসল তার জমিতে উৎপন্ন হলো। এভাবে প্রতিবছর ফসল তোলার পর তা পরিমাপের মাধ্যমে কৃষক বুঝতে পারে তার জমিতে আগের বছরের চেয়ে ফসল কম হলো নাকি বেশী হলো। আগের বছরের চেয়ে পরিমাণে কম হলে কৃষক চেষ্টা করে উৎপাদনের পরিমাণ কম হওয়ার কারণগুলো খুঁজে বের করতে। জমিতে প্রয়োজনীয় সার, পানি সেচ ও কীটনাশক দিয়ে পোকার আক্রমণ রোধ, উন্নত জাতের বীজ বপন প্রভৃতির মাধ্যমে আগের বছরের চেয়ে ফসলের পরিমাণ বাড়াতে চেষ্টা করে।

একজন ব্যবসায়ী দিন শেষে তার হিসাব মিলিয়ে দেখেন ব্যবসাতে তার লাভ হলো নাকি ক্ষতি হলো। হিসাব কষে ক্ষতি ধরা পড়লে তিনি চেষ্টা করেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে। আর ভবিষ্যতে যাতে ক্ষতি থেকে বাঁচা যায় সেজন্য সতর্কতার সাথে ব্যবসা পরিচালনা করেন।

পৃথিবীর এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে সফলতার জন্য যদি আমরা বিভিন্ন বিষয়ে এমনি পরিকল্পনা নিয়ে হিসাব কষে চলি তাহলে অনন্তকালীন জীবনে পরিপূর্ণ সফলতা পাওয়ার জন্য তো আমাদের আমলের হিসাব নেয়ার প্রয়োজন আরো বেশী।

কেননা যে সন্তানের লেখাপড়ায় ভালো রেজাল্ট করার জন্য আমরা বারবার হিসাব কষি সেই দুনিয়াবী পরীক্ষায় তো সুযোগ আছে একবার ফেল করলে আবার পরীক্ষা দেয়ার। কিন্তু আমাদের দুনিয়ার জীবনের এই পরীক্ষার পর আখেরাতে যে হিসাবের ফলাফল দেয়া হবে তাতে যদি ফেল করি তবে আবার পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ আর নেই।

হিসাব গ্রহণ আল্লাহর নিজস্ব পদ্ধতি

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বয়ং মানুষের প্রতিদিনকার কাজকর্মের হিসাব সংরক্ষণ করছেন। শুধু তাই নয়। বরং তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের জন্য প্রতিটি মানুষের কাঁধে দু'জন সম্মানিত লেখক নিযুক্ত করে দিয়েছেন। যারা ঘুম, বিশ্রামের প্রয়োজনহীন। যাতে পরিপূর্ণভাবে তারা আমাদের প্রতিটি কাজের হিসাব রাখতে পারেন। এ কথা জানিয়ে দিয়ে মহান রব বলেন–

"দু'জন লেখক তার ডান ও বাম দিকে বসে সবকিছু লিপিবদ্ধ করছে। এমন কোন শব্দ তার মুখ থেকে বের হয় না যা সংরক্ষিত করার জন্য সদা প্রস্তুত রক্ষক উপস্থিত থাকে না।" (সূরা ক্বফ : ১৮)

"প্রতিটি মানুষের সামনে ও পেছনে তাঁর (আল্লাহর) নিয়োজিত পাহারাদার লেগে আছে।" (সূরা রা'দ : ১১)

কতই না লজ্জার ব্যাপার হবে সে দিন যখন মানুষকে তার আমলনামা খুলে দেখানো হবে। সেই অনন্তকালীন জীবনের হিসাবের ব্যাপারে আমরা আজ উদাসীন। অথচ দু'দিনের ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জীবনে বিন্দু বিন্দু করে নিজের লাভ ক্ষতির হিসাব নিতে আমরা কত বেশী ব্যস্ত থাকি।

এ প্রসঙ্গে একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছি। আমার বাসায় একটি লোক সপ্তাহে ৫ দিন কাজ করতো। কিন্তু প্রায়ই দেখা যেত লোকটি প্রতি মাসেই ৩/৪ দিন কাজ করতো না। আমি তখন একদিন আমার হাজব্যান্ডকে বললাম– লোকটি তো প্রতি মাসেই কয়েকদিন করে কাজ করে না। তুমি লোকটিকে পুরো মাসের বেতন দাও, নাকি কিছু টাকা কেটে রাখ? তখন আমার স্বামী আমাকে বললো– দেখ, আমাদের অসিলায় একটি মানুষের সামান্য রিযিকের ব্যবস্থা হয়েছে– এটি তো আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করার কথা। আর তাছাড়া আমি জানি লোকটি যে প্রতি মাসেই কিছুদিন কাজে আসে না। কিন্তু বেতনের টাকাটা কেটে রাখা আমি পছন্দ করি না। কেননা আমার মনে হয় আজকের দুনিয়াতে আমি যদি একজন মানুষের হিসাবের ব্যাপারে কঠোরতা না করে তাকে